স্মৃতির শহর

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

অনুবাদ : মঞ্জুলা চক্রবর্তী

Digitized by srujanika@gmail.com

স্মৃতির শহর

জগন্নাথপ্রসাদ দাস

অনুবাদ : মঞ্জুলা চক্রবর্তী

সৃষ্টি প্রকাশন
কলকাতা - ৯

Digitized by srujanika@gmail.com

স্মৃতির শহর

জগন্নাথপ্রসাদ দাস

অনুবাদ : মঞ্জুলা চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০২

প্রকাশক : অমল সাহা

সৃষ্টি প্রকাশন : ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : সৌমেন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক : দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,

কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

অক্ষর বিন্যাস : প্রতিবেদন ডি টি পি সেন্টার, নবপল্লী, বারাসাত।

মূল্য : ৫০ টাকা

Digitized by srujanika@gmail.com

'সৃষ্টি'র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বইয়ের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হ'য়ে রয়েছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে একটা কথা এখন প্রায় স্লোগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—বই আর কেউ পড়তে চায় না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান—পোস্টার নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয়।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের—সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হয়েছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয়। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হ'তে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর ক'রে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

উৎসব
কলকাতা-৭০০ ০৫৯
৩০ জানুয়ারি, ২০০২

কর্ণধার-সৃষ্টি প্রকাশন

Digitized by srujanika@gmail.com

সূ চি প ত্র

পথের পাঁচালী	৯	তুমি এখন	৩৩
ডাকঘর	১১	খণ্ডগিরি	৩৫
ফিরে যাবার বেলা	১৩	ঠিকানার বই	৩৬
দীপাবলী	১৫	খেলনা	৩৮
ফেলে আসা দিন	১৬	ফটোগ্রাফ	৪০
বিদায়বেলা	১৭	শাস্তিবিধান	৪১
পার্কের সকাল	১৮	চিঠি আসে না	৪২
ইচ্ছা	১৯	মানিনী	৪৪
সার্বজনীন	২১	কবিতার দেশ	৪৫
লোকশ্রুতি	২৩	ফিরে যাবার সময়	৪৬
স্মৃতির শহর	২৪	কাগজের নৌকো	৪৮
নৈসর্গিক	২৬	সাঁঝের আঁধার	৫০
বেলুনওয়ালা	২৮	অসত্য শহর	৫২
পথ শেষ হয়ে যায়	২৯	গেস্ট হাউস	৫৪
যেও না	৩০	সম্ভাবনা	৫৬
শহরে কারফিউ	৩১		

Digitized by srujanika@gmail.com

পথের পাঁচালী

চোখ খুললে সংসার
পা ফেললে পৃথিবী
ঘর থেকে বেরোলে
চারদিকে চলার পথ

প্রতিটি রাস্তা টেনে নিয়ে যায়
নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে
যে কোনো দিকে তাকালেই আশ্চর্য
বিস্ফারিত চোখ ছড়িয়ে পড়ে
রূপকথার রঙবরঙের পাঁচমিশেলিতে
স্বর বর্ণ গন্ধ আকার এসে
অযাচিতভাবে ঢলে পড়ে
মনগহনের নিভৃততম অলিগলিতে

চমৎকারকে হাতে তুলে ধরে
আসে পরী ও দানব
জরির মুকুট পরা রাজা ও রানী
কীট পতঙ্গ গ্রীষ্ম বর্ষা মেঘ ধুলো
গাছ পাতা শীত শিশির চন্দ্র সূর্য
তারা নক্ষত্র অন্তরীক্ষ ছায়াপথ
জন্ম রোগ শোক জরা মৃত্যু

অপ্রস্তুত অবাক মুহূর্তে
ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি অভিভূত করে যায়
চোখ আরেকবার পরখ করে নেয় সব কিছু
একটি বৃষ্টির ফোঁটায় কত ঝড় প্রলয়
অঙ্গনের ছোট পরিধিতে ক'টি পৃথিবী —

Digitized by srujanika@gmail.com

কতখানি বিহ্বলতা ধ'রে রাখা যাবে
ছোট ছোট দু'টি হাতে সাপটে
মন খুলে যায় পা সামনে এগোয়
অদৃশ্য হাত এসে টেনে নিয়ে যায়
গ্রামের প্রান্তে অজানার দিকে
অল্প বয়সের গহন রহস্যগুলি
পড়ে থাকে কাশবনের ওপারে
সেখানে প্রতীক্ষার থমথম সময়ে
ছুকছুক রেলগাড়ি হঠাৎ এসে
শৈশবকে মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যায়
কালো সাদা ছায়া আলোর
প্রাপ্তবয়স্ক সংসারের ভেতর

Digitized by srujanika@gmail.com

ডাকঘর

এখানে এসে দাঁড়ালে
কবেকার অশরীরী ছবিগুলি
ছোট ছোট কাগজের টুকরোর মত উড়ে এসে
মনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে
এক অদ্ভুত লাল রঙে
আচ্ছাদিত হয়ে যায় সময়ের দূরত্ব

পুরনো স্বর সকালের বাসে চড়ে আসে
ভুলে যাওয়া গ্রামের অন্ধকারের ভেতর থেকে
গোপনীয় ইচ্ছা এসে খুলে দেয়
কতদিনের বন্ধ পড়ে থাকা দরজাগুলোকে
ঠোঁটের ওপর নেমে আসে ছেলেবেলার স্বাদ
পুরনো বয়স এসে ছুঁইয়ে দিয়ে যায়
প্রতিটি তন্ত্রী ও স্নায়ুর সান্দ্রতাতে
অভূতপূর্ব অনুভবের উত্তেজনা
ভুলে যাওয়া মন্ত্রটি হঠাৎ মনে পড়ে

মন ভেসে যায় কোন্ কল্লরোলে
আঁখিতে কার প্রতিবিম্ব পড়ে
কোন্ দীর্ঘশ্বাস দেহকে অবশ করে দেয়
কে আবার এসে ভেঙে দেয় সংযমকে
একটি একটি করে এসে সামনে দাঁড়ায়
অক্ষরে সঞ্চিত সম্পর্কের ছায়াগুলি
দূরদূরান্তে নিশ্চিন্ত পাঠিয়ে দেওয়া
কতদিনের নীরবতায় জড়িত আতুরতা—
সাঁঝের পাখির অবশ ডানায় চড়ে
নীড়ে ফিরে আসার হঠাৎ দুঃখ

Digitized by srujanika@gmail.com

স্বপ্নে জড়িয়ে থাকা
প্রতীক্ষা উত্তেজনা ও দ্বিধার সঙ্কট

চাবির জন্য পকেটে হাত দিলে
এক মলিন হতাশা পেছন থেকে ধাক্কা দেয়
মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাওয়ার সময়
ছবিগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যায়
ছায়ারা ভাগ ভাগ হয়ে ঢুকে পড়ে
বিভিন্ন ঠিকানার নির্দিষ্ট খোপে
এ পর্যন্ত চোখে লেগে থাকা
অদ্ভুত লাল রঙের স্বপ্নাবশেষ
সব কিছু অস্পষ্ট ও ধূমাভ করে দেয়

Digitized by srujanika@gmail.com

ফিরে যাবার বেলা

পূর্বজন্ম তো কালকের কথা
চল আমরা আরও পেছনে ফিরে যাই
যখন পৃথিবী তার কঠিনতা পায়নি
আকাশ পায়নি নীল রঙ
সমুদ্র তার গভীরতা সূর্য তার দীপ্তি
ঈশ্বর সৃষ্টি হননি তখনও

আমরা ভয়ার্ত হয়ে চেয়ে থাকি
বেঁচে থাকার বাধ্যবাধ্যকতা আমাদের হাত ধ'রে
টেনে নিয়ে যাবে জীবনের অলিগলির ভেতর
অনাহূত লোকজন এসে ভিড় করবে
অজ্ঞাত থাবা উপড়ে নিয়ে যাবে স্বপ্নদের
জনাকীর্ণ মনের ডুবুডুবু সীমান্তে
কেউ আর সহচর থাকবে না
আমাদের নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যর্থতা ছাড়া

হঠাৎ মনে হবে জীবন সত্যি যেন
রাস্তার মাঝে ক্ষণমাত্র আটকে যাওয়া
আনন্দ ও আশঙ্কা মেশানো চেতনামাত্র
সময়ের টিক্ টিক্-এ মাপা হওয়া ছাড়া
তার যেন আর কোনো ব্যাপ্তি নেই
আয়ূষ যেমন যে কোনো মুহূর্তে
হঠাৎ উঠে পড়ে কোথায় চলে যাবে
পেছনে সামান্যও না তাকিয়ে
আমাদের নিজের নিজের শৈশবে
সবাইকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছেড়ে দিয়ে
এবার পালিয়ে যাবার বেলা

Digitized by srujanika@gmail.com

শৈশব থেকে গর্ভাশয় থেকে আরও অতীতে
এখন ফিরে যেতে হবে আরও পেছনে
রোগীর বিছানা থেকে বিরক্ত কার্যক্ষেত্র থেকে
লজ্জা থেকে অপমান থেকে যন্ত্রণা থেকে শোক থেকে

মানুষের ভিড়ের নির্মম আশ্লেষ থেকে
ফিরে যেতে হবে সময় থেকে স্বতন্ত্র হয়ে
তা' দু'মিনিট স্বপনে হোক অথবা
বয়সের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

দীপাবলী

অন্ধকারের ভেতর থেকে কেবল চোখ দেখা যায়
আর সব আকার কবেই নিভে গেছে
প্রাথমিক বিশ্বাসের প্রগাঢ় আত্মীয়তা
হারিয়ে গেছে প্রাপ্তবয়স্ক সঘনতাতে
কেবল শিশুদের উচ্ছ্বসিত হাসি
রাতের ছাদ থেকে নিচে খসে পড়ে
মোমবাতির উদ্বৃত্ত অশ্রুবিন্দুর মত

ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার প্রচণ্ড দাবি
চুপ হয়ে যায় এক আলোকিত উচ্ছ্বাসে
জ্বলন্ত আস্পর্ধার ছোট ছোট অগ্নিকণা
নিজের ভেতরে ফিরে যায় প্রতিশব্দের মত
শেষরাতের মর্মভেদী হতাশা
তাদের ওপরে এনে বিছিয়ে দেয়
করুণা মেশানো আশ্বাসনের আস্তরণ

মৃত তারাদের শীতল ভস্মের ভেতর
নিভে পড়ে থাকে জীবনের শেষ ইচ্ছাগুলি
হারিয়ে যাওয়া বয়স নিজের দিকে তাকায়
রাতের দর্পণে কিন্তু কোনো উত্তর নেই
দীপগুলি থেকে বিক্ষিপ্ত অন্ধকার ফিরে এসে
শ্বাসরুদ্ধ করে দেয় সলতেগুলোকে
পথভ্রষ্ট লোকটি ধ্রুবতারা খুঁজতে থাকে
সময় নিজেকে নিঃশেষ করে দেয় ফুলঝুরির মত

Digitized by srujanika@gmail.com

ফেলে আসা দিন

কিছুতেই ছেড়ে পালিয়ে আসা যায় না
অনুতাপের মত চুপচাপ পেছনে লেগে থাকে

লোকের ভিড়ে হারিয়ে গেছে ভাববার সময়ে
দীর্ঘশ্বাসের মত অতি সঙ্গোপনে এসে
হাতে আত্মীয়তার হাত মেলায়
তটস্থ মুহূর্তের খাঁ খাঁ মাঠে দাঁড়িয়ে
দুর্ভাগ্যের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়
অসময়ের মেঘের মত এসে সান্ত্বনা বিছিয়ে দিয়ে যায়

কখন কীভাবে আসবে জানা নেই
চায়ের কাপ ঠোঁটে লাগালে কার স্বর মনে পড়ে
বইয়ের পাতার অক্ষর থেকে তাকায় পরিচিত মুখ
জানালা খুলে দিলে হাসি ঢুকে পড়ে ভেতরে
টেলিফোনের তরঙ্গে আসে দেহের সৌষ্ঠব
একা একা অন্যমনস্ক বসে থাকার সময়
অভিমান হয়ে এসে নিজেকে দেহলগ্ন করে দেয়

বর্তমানের সামনে অদৃশ্য পর্দা টেনে দেয়
ভার হয়ে নামে সামনে ফেলা পায়ের ওপর
ব্যতিব্যস্ত করে দেয় আশপাশের পরিবেশকে
বারবার এসে স্মরণ করিয়ে দেয়
ভুলে যাওয়া সহজ নয় মনে রাখাই সহজ

সময়ের সংশয়ে মানুষ ছটফট করে
কিন্তু আবার এই আশাতেই বেঁচে থাকে সে
কে জানে কবে কোন্ অদূর ভবিষ্যতে
এই মুহূর্তে ঘটা বর্তমান
ফেলে আসা দিনটি হয়ে
অবশিষ্ট জীবনকে আলোকিত করে যাবে
মৃত্যুর অপেক্ষা করার মন্থর মুহূর্তগুলিতে

Digitized by srujanika@gmail.com

বিদায়বেলা

আমার পায়ের তলার মাটি
যখন সরে যাচ্ছিল
তোমার মুখের কিছু কথার ওপর
ভর করেই শক্তি পেলাম আমি
শেষ পর্যন্ত তোমার সামনে দাঁড়াবার

আমার অবশ হাতের ওপর
তোমার আঙুলের ক্ষণিক উষ্ণতা
আমার চোখের নিচে ঘিরে আসা
সব অন্ধকার নিভিয়ে দিল এবং
আমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম

ট্রেন ছাড়ার সময় তুমি হাত নেড়ে
আমার ভাগ্যের যে মানচিত্র এঁকেছিলে
তাকেই নির্ভর করে আমি পেতে পেরেছিলাম
স্টেশানের বাইরে ফেরার রাস্তা

তোমার লিখে দেওয়া টেলিফোন নম্বর
আমার চেতনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে
নেমে আসবে তর্জনীর রক্ত ও স্নায়ুতে
তোমার অবর্তমানের গতায়ু মুহূর্তগুলিতে
প্রতিশ্রুতি দেবে তোমার স্বরের সঞ্জীবনী
তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত

Digitized by srujanika@gmail.com

পার্কের সকাল

রাত্রিশেষের শূন্যে দোদুল্যমান
এ এক ভিন্ন সময় মাত্র নয়
এ এক অন্য দেশও বটে

কারো কোনো নির্দিষ্ট কলেবর নেই
মুঠো মুঠো সন্ধ্যার অন্ধকারে অমূর্ত হয়ে
সকলে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে
পরস্পরের মৌলিকতাকে আবিষ্কার করার জন্যে
কেবল অপ্রতিভ বাতিখুঁটিগুলি
অপসৃয়মাণ প্রহেলিকার প্রতিচ্ছায়াকে
আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখার জন্য ব্যাকুল

এখন রহস্য আশঙ্কা ও আতঙ্কের সময়
গাছগুলি মুখোশধারী সন্ত্রাসবাদীদের মত সতর্ক
মাথার ওপরে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়
দুর্ঘটনায় মরে যাওয়া লোকের অন্তিম চিৎকার
পায়ের তলার চলার পথ নিজেকে সঙ্কুচিত করে দেয়
বলাৎকার হওয়া স্ত্রীর বিবশ দেহের মত
ফুটপাথের ভিখারির করুণ আবেদন এনে
আত্মাকে ছুঁয়ে যায় শেষরাতের হিমেল হাওয়া

আকাশের এক একটি বাতি নিভে যায়
বেঞ্চের ওপরে উঠে ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে
অন্ধকার চলে যায় পার্কের সদর ফটক খুলে
কোমল রোদের ছনছন শহর সকাল
সাইরেনের সঙ্কেতের অপেক্ষা না করে
ভেতরে ঢুকে আসে কিচিরমিচির করে
এখন আর কোনো ভূয়ডর নেই
চারাগাছ দাঁড়িয়ে থাকে দুঃসাহসী ভঙ্গিতে
ঘাস মাঠ উপেক্ষা নিয়ে আকাশের দিকে তাকায়
ফুলগুলি আগ বাড়িয়ে আসে গায়ে পড়ে
অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য

Digitized by srujanika@gmail.com

ইচ্ছা

মনের ভেতরের অজানা তট
ধাক্কা খেতে থাকে দিগ্‌ভ্রান্ত আর্তনাদ যেন
ক্লান্ত হয় না হেরে যায় না
ঢেউয়ের মত বারবার ফিরে যায়
প্রতিটি উচ্ছ্বাসে আগের আবেগ নিয়ে

নক্ষত্রখচিত স্বপ্নদের ভেতরে
অশান্ত নীহারিকার মত ঘুরে মরে
ছায়াপথ রাস্তা ভেঙে চলে যায়
সে কিন্তু অনায়াসে ধ্রুবকে খুঁজে নেয়
সৌরমণ্ডলের অনাত্মীয় ব্যাপ্তির ভেতর থেকে

হারিয়ে যাওয়া নষ্ট রাত্রিগুলো
পেছনে ফিরে যাবার ডাক দেয়
অন্ধকারের ভয়াবহ সীমান্তে দাঁড়িয়ে
আঁখির তটস্থ মহাকাশের ভেতর
সে উদয় দিগন্তে হাত বাড়ায়

দেহের সঘনতায় প্রতিধ্বনি খুঁজে
নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় দিক্‌বিদিকে
যেদিকে তাকালে অপসৃয়মাণ ক্ষিতিজ
এবং চারদিকে নিরাকার মৌন
সে কিন্তু ফিরে আসে না

চেনা অচেনা স্টেশানগুলিতে
প্রতিটি কামরায় গিয়ে পরিচয় চায়
কারো মুখে আলো চমকায় না

Digitized by srujanika@gmail.com

তথাপি সে হতাশ নয়
রেল লাইনের উজ্জ্বলতার ওপর পা রেখে
দূরত্বকে আপনার করে নেয়

ঠোঁটের উপকূলে উপনিবেশ খোঁজার সময়
অনুচ্চারিত শব্দের ঝড় এসে
উড়িয়ে নিয়ে যায় দ্বীপান্তরের অজ্ঞাতবাসে
নিচে পড়ে থাকা ভাঙা আকারগুলো সাপটে
সে সাজিয়ে নেয় তার মানচিত্র
এবং আবার প্রস্তুত হয়ে যায় যাত্রার জন্য

মন্দিরের সঙ্কীর্ণ অর্গলের কাছে
পুরোহিত পথ আটকে ধর্মশাস্ত্র শোনায়
বিনা তপশ্চারণে ভেতরে যাওয়া নিষেধ
সে কিন্তু ইষ্টদেবতাকে ছোঁয়ার জন্য বদ্ধপরিকর
পাপপুণ্যের নীতিনিয়ম তার জানা নেই
সে কেবল বোঝে তার ব্রহ্মারন্ধ্র দিয়ে
পূর্ণতা ও প্রাপ্তির সুখ দুঃখ
এবং নিজের সন্ধানের বাধ্যবাধকতা —

Digitized by srujanika@gmail.com

সার্বজনীন

তুমি কোথায় আমার জানা নেই
আমি এইটুকু জানি তুমি আমার কাছ থেকে দূরে
এবং আমি আরও জানি
যে ঈশ্বরের মত তুমি সকলের
আমার কোনো স্পর্ধা নেই তোমাকে
ঐকান্তিক কেবল আমারই করে নেবার

তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবী
তুমি ধূপ ও অগুরুর গন্ধে
ফুল ও নৈবেদ্যর জ্যোতি
স্তবের পাবক উত্তরণে
তুমি অপার্থিব মোক্ষের উল্লাস
পায়ের তলায় পড়ে থাকা সাধকের জন্য
তুমি তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধগুলি থেকে
নিচে ছিটকে পড়া কোমল বরদান

যখনও দেখা না হওয়া স্তাবকের
ইহ ও পরকালের অজানা সম্পর্ক
ডাকঘর ও ডেডলেটার অফিস সমেত
তুমি তোমার জন্য উদ্দিষ্ট সমস্ত চিঠি
ও তাদের প্রস্তুতিতে ছেঁড়া
অসংখ্য চিরকুট ও লেফাফার ওপরে
কখনও না পৌঁছবার ভুল ঠিকানা

পারিবারিক সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ
প্রিয় পরিজন পোষা কুকুর পরিবেষ্টিত
বন্ধ বসার ঘরের চৌহদ্দির ভেতর

Digitized by srujanika@gmail.com

তুমি তোমার কুল মর্যাদা ও পরম্পরা
এবং তাতে শ্বাসরুদ্ধ হওয়া পরিত্রাণের
তুমি নিজে এক সুব্যবস্থিত ব্যতিক্রম

মনের গভীরতাকে অসংবৃত করে দেওয়া
শব্দদের মরণান্তক অস্বস্তি
অনায়াস কল্পনা বিলাসে শাণিত
পঙ্‌ক্তিদের ভাবগর্ভ তীক্ষ্ণতা
সংজ্ঞা লোপ করে দেওয়া স্তোত্রতে
প্রাণসঞ্চারের অলৌকিক সঞ্জীবনী
তুমি তোমার কবিতায় না বলা
অনেক যন্ত্রণার অপূর্ব ব্যঞ্জনা
তুমি অপ্রসন্ন দেবীর করুণা
তুমি না লেখা চিঠির সম্বোধন
তুমি শূন্য ঘরের ঘনিষ্ঠতা
তুমি বোঝা যায় না এমন সরলার্থ
আমি কী করে খুঁজে বেড়াব তোমাকে
কোন্ গৃহ কোন্ দেবালয়
কোন্ ডাকঘর কোন্ কবিতার বই
কত ভুবনের কোন্ ত্রিসীমানায়
কার কার স্বপ্নের ভেতরে গিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

লোকশ্রুতি

সত্য শাণিত দর্পণের মত
নিজের শ্রীহীন ও নিষ্করুণ চেহারার
মুখোমুখি হয়ে যাবার ভয়ে
আমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নি

স্মরণের নির্জন অন্ধগলিতে
দুর্নিবার মৃত্যুর মত অতর্কিতভাবে
পুরনো সময় এসে মুখ দেখায়
আমরা তাকে না চেনার ভান করে
রাস্তা ভেঙে ঢুকে পড়ি অন্য কারো
হাসিখুশির খোলা জানালার ভেতরে

পেছনে তাকালে চোখের সামনে
ইতিহাস দেখা যায় জনশূন্য প্রান্তরের মত
অশোভন নীরস কাতর ও অসহায়
আমরা তাকে সুষমামণ্ডিত করে দেই
সাহস কৃতিত্ব দর্প অভিমানের
চেয়ে আনা অসামান্য বৈশিষ্ট্যতে

নগণ্য জীবনযাপনের মলিন ঋতুতে
অঙ্গীকারহীন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে
আমরা বসে বসে কল্পনা করতে থাকি
লোকশ্রুতি এসে কেমন করে লিপিবদ্ধ করে যাবে
আরও কিছু অলীক সাফল্যের রঙ
আমাদের বেঁচে থাকার কিংবদন্তীগুলিতে

Digitized by srujanika@gmail.com

স্মৃতির শহর

প্ল্যাটফর্মে পা রাখতেই
কানের কাছে কে এসে চুপিচুপি বলে
এতদিন পরে মনে পড়ল
পেছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই
ট্রেন কত আগেই চলে গেছে
সিগনালের খুঁটি চোখ রাঙিয়ে
অপেক্ষমাণ উৎকণ্ঠাদের মানা করে
রেল লাইনের ওপর না নামতে

আমার রিক্সা গলি থেকে গলিতে চলে যায়
আস্তে চালাতে বলে আমি সামনে তাকাই
রিক্সাওয়ালা অনেক আগেই চলে গেছে
কেবল এক স্বেদসিক্ত করুণতা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে
আমাকে টেনে চলেছে আগে আরও আগে

ধ্যান ভেঙে যায় কিচিরমিচির শব্দে
চিন্তাকুল স্কুলবাড়ির ছায়া চারপাশে
দুপুরের ছুটির পাখিরা উড়ে উড়ে চলে
ব্ল্যাকবোর্ডের নিভন্ত অক্ষর নাম ধ'রে ডাকে
কোনো দুষ্টুমি থেকে অপরাধীর মত বেরিয়ে
মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেবেলা

সিনেমা হলের আতুর অন্ধকারে
এইমাত্র চেনা হওয়া মুখটি গিয়ে
পর্দার ওপরের কাহিনীতে মিশে যায়
প্রথম উত্তেজনার উষ্ণ চাপে
হাতের মুঠোয় টিকিটের টুকরো ছটফট করে

Digitized by srujanika@gmail.com

বাইরে রোদের নিস্তব্ধ দেয়াল থেকে খসে পড়ে
পুরনো ফিল্মি গানের দীর্ঘশ্বাস লেগে
একটি একটি করে সবগুলো পোস্টার

ছক পেরোতেই পুরনো বাজার
এক দোকান থেকে আরেক দোকানে গিয়ে
কৌতূহলে ভরা তাকগুলোকে উল্টিয়ে দেখি
জরুরি জিনিসের তালিকা কিন্তু মনে পড়ে না
আমি ক্লান্ত হ'য়ে রয়ে যাই নামফলকটির মত
দোকানি আমাকে চেয়ে দেখতে থাকে
চোখের সামনের অদরকারি জিনিস গুটিয়ে নিয়ে
আমি সসম্ভ্রমে পা টিপে নেমে আসি
দ্বিধাগ্রস্ত সিঁড়ি দিয়ে ভিড়ের ভেতর

শ্মশানের ধারে রাস্তা শেষ হয়ে যায়
কতকাল আগে মরে যাওয়া গাছের আঁধার
আদর করে ডেকে নেয় নিজের কাছে
তিলতর্পণের ছিন্নভিন্ন অবশিষ্টের ওপর
পিতৃপুরুষদের চোখের রোষাগ্নিগুলি
জোনাকি হয়ে উড়তে থাকে
প্রায়শ্চিত্ত খুঁজে শূন্যে তাকিয়ে থাকার সময়
শহর ছাড়বার ট্রেন শেষ সিটি দেয়
তার ক্ষমাহীন ডাকের নির্দয় প্রতিধ্বনি
ঘুরতে থাকে খাঁ খাঁ মাঠের ওপর

Digitized by srujanika@gmail.com

নৈসর্গিক

আমি যখন তোমাকে খুঁজে বেড়াই
পর্বত মনে করিয়ে দেয় কেবল দূরত্ব
রক্তিম অস্পষ্টতার রহস্যে লুটিয়ে দেয়
আমার অন্বেষণের আয়াসসাধ্য কারুকার্য
তথাপি মন হার মানে না
দেহের স্থবির চেতনার ভেতর থেকে
বাইরে খুলে আনে অস্থির ইচ্ছাকে
কিন্তু মনস্কামনাগুলি সাকার হবার আগেই
পলকের ভূপাতে সকালটি ধসে পড়ে

চোখ ফিরে আসে আদিগন্ত ভূখণ্ডে
আমার সহনশীলতার ছটফট সীমান্তে
বিস্রস্ত শাড়ির মত সবুজতা লুটিয়ে থাকে
বাতাসের শীতল জিজ্ঞাসা গিয়ে খুলে দেয়
পরিপূর্ণ পৃথিবীর প্রতিটি লোমকূপকে
মহগহনের গভীর অতল থেকে বেরিয়ে
ফাল্গুন ছুটে যায় ঘাসের ওপর দিয়ে
সুদূর রাগরাগিণীর গুঞ্জন এসে
চেতনাদের রোমাঞ্চিত করে দেবার সময়
ভূমিকম্পে দিনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়

অরণ্য তবু গুছিয়ে রেখে দেয়
নিগূঢ় রহস্যের নিষিদ্ধ স্মৃতিগুলি নিয়ে
প্রাগৈতিহাসিক গোলকধাঁধাঁগুলিতে
শীতলশয়নে থাকে আদিমতা
ভবঘুরে ইটে খুঁজে বেড়ায়
বিবরে লুক্কায়িত অন্তস্থলে
হেরে যাওয়া পায়ের তলা থেকে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে

Digitized by srujanika@gmail.com

সব অভিপ্রায় সমর্পিত হয়ে যায়
বনাগ্নির জ্বলন্ত জঠরে
আকাশই আশ্রয় ও শেষ কথা
পতনোন্মুখ তারা এনে ছড়িয়ে দেয়
করুণার অগণিত শীতল সন্তোষ
নীল অন্ধকার শোনায় বিশ্বাসের আপ্তবাণী
আবার অযাচিত মেঘ এসে ঘিরে ফেলে
কালো রঙ আক্রান্ত করে দেয় সবকিছু
মুহূর্ত স্তব্ধ থাকে অভিশাপের বজ্রঘোষে
বিজলি চিরে দেয় প্রত্যাশার অমূর্ত ছবিকে

হতাশ হয়ে নিজের ভেতর ফিরলে
আশ্চর্য তোমাকে আমি আবিষ্কার করি
আমার ঘরের প্রাত্যহিক বিছানার ওপরে
প্রাথমিক সময়ের নির্লিপ্ততার নিচে
তুমি শুয়ে থাক নিরবধি নদীর মত
শান্ত অনাসক্ত এবং সম্পূর্ণ স্বপ্নময়
আমার নিজের উন্মাদনার তটদেশে বসে
আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকি
হঠাৎ বন্যার অপেক্ষা ও আতঙ্কে

Digitized by srujanika@gmail.com

পথ শেষ হয়ে যায়

কিছু আর থাকে না পথ শেষ হলে
না ইচ্ছা না একাগ্রতা না অভীষ্ট
ভিড়ের ভেতরে একটিও চেনা মুখ থাকে না
না বলা কথাগুলি ঝিমিয়ে পড়ে
আবার দেখা না হবার ভয়ে ছটফট করে
অন্যমনস্ক ক্ষণটি এসে এদিকে সেদিকে ঘোরে
আগামীকালের অনাহূত অতিথির মত

ভাঙা মুহূর্তের নিষ্প্রয়োজনতাকে
ঔপচারিকতা দিয়ে গুছিয়ে রাখার সময়
অতি সহজে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়
বালির ওপরে আঁকা শৈশবকে
লহরীর লীলায়িত হাত কোথা থেকে এসে
সযত্নে সাজানো ইতিহাস ভেঙে দেয়

যেখানে অঙ্গীকার শেষ হয়
সেখানে আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না
পৌঁছে যাবার তাৎক্ষণিক উল্লাসে
না পাওয়ার অস্বস্তির চিহ্নবর্ণ নেই
সবশেষের ছক মনমরা হয়ে থাকে
রাস্তাগুলি তার কাছ থেকে চলে যায়
নিজের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যস্থলের দিকে

সন্ধ্যা হয়ে যায় দিনটির কথা ভেবে ভেবে
পথ শেষ হয়ে যায় সব কথা বলার আগেই

Digitized by srujanika@gmail.com

বেলুনওয়ালা

অকালে সকালে চোরা চৈতালির মত
বিষণ্ণ গলির ভেতরে ঢুকে পড়ে
কোমল ছন ছন রোদ হাতে ধরে

নিজের জীবনের তুচ্ছ কাতরতাগুলি
রাস্তার অনাথ কুকুরের বাচ্চার মত
তার পেছনে পায়ে পায়ে লেগে থাকে
সে তাদের কথায় কান দেয় না

অবাধ্য সারা দুপুর
গলি থেকে গলি এদিক থেকে সেদিক
খুচরো পয়সার বিনিময়ে সে বিলাতে থাকে
খুশির ছোট ছোট টুকরো
ছোট ছোট ঠোঁটের আধো হাসিতে
দুপুর চক্রভ্রমরী খেলতে থাকে
শিশুদের কোমল করতলে
সে রেখে দেয় রঙবেরঙ স্বপ্ন

ছায়া ফিরে যায় অবাক হয়ে
হাতে না পাওয়া অজানা পাখির মত
বাকি দিনের হিসাবনিকাশে
সে চলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়
পাশের গলির প্রতীক্ষমাণ মুখের ভেতর
একজন সন্তুষ্ট গৃহবন্দী হিসেবে
আমি নিজেকে অভ্যস্ত করে নিলাম
কিন্তু তুমি আবার আমার অতীত
বর্তমান ও অনাগতকে ব্যবচ্ছেদ করে
নিরুপিত করে দিলে
তোমার অস্তিত্বের বাইরে আমার নির্বাসন
জড় হয়ে যাওয়া টেলিফোন
এবং যে ডাকওয়ালা আসবে না।
তার পথ চেয়ে বসে থাকার অবশিষ্ট জীবন

Digitized by srujanika@gmail.com

পথ শেষ হয়ে যায়

কিছু আর থাকে না পথ শেষ হলে
না ইচ্ছা না একাগ্রতা না অভীষ্ট
ভিড়ের ভেতরে একটিও চেনা মুখ থাকে না
না বলা কথাগুলি ঝিমিয়ে পড়ে
আবার দেখা না হবার ভয়ে ছটফট করে
অন্যমনস্ক ক্ষণটি এসে এদিকে সেদিকে ঘোরে
আগামীকালের অনাহূত অতিথির মত

ভাঙা মুহূর্তের নিষ্প্রয়োজনতাকে
ঔপচারিকতা দিয়ে গুছিয়ে রাখার সময়
অতি সহজে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়
বালির ওপরে আঁকা শৈশবকে
লহরীর লীলায়িত হাত কোথা থেকে এসে
সযত্নে সাজানো ইতিহাস ভেঙে দেয়

যেখানে অঙ্গীকার শেষ হয়
সেখানে আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না
পৌঁছে যাবার তাৎক্ষণিক উল্লাসে
না পাওয়ার অস্বস্তির চিহ্নবর্ণ নেই
সবশেষের ছক মনমরা হয়ে থাকে
রাস্তাগুলি তার কাছ থেকে চলে যায়
নিজের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যস্থলের দিকে

সন্ধ্যা হয়ে যায় দিনটির কথা ভেবে ভেবে
পথ শেষ হয়ে যায় সব কথা বলার আগেই

Digitized by srujanika@gmail.com

যেও না

একবার ভুল করে আমার জীবনে এসে যাবার পরে
তুমি কি ভাবছ বেরিয়ে চলে যেতে পারবে
আমাকে আবার আমার নিজের আয়তনের ভেতর ছেড়ে দিয়ে
আমার এত বছরের জীবনের মানচিত্র
রাস্তা ভুলে যাবার এক দুরূহ গোলকধাঁধা
তুমি কী করে খুঁজে পাবে বেরিয়ে যাবার পথ
যে ফটক খুলে তুমি যেখানেই পৌঁছবে
দেখবে আমি সেখানেই তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

আর সম্ভব নয় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নেওয়া
তুমি আমার জন্য যেমন এক শাশ্বত বরদান
আমি তোমার জন্য তেমনই এক চিরস্থায়ী অভিশাপ
আনন্দ বিষাদ সংশয় নিশ্চয়তা আসক্তি ও বিরক্তিতে

এবার তাই তুমি তোমার মনের ভেতর থেকে দূর করে দাও
আমার পরিধি থেকে বার হয়ে যাবার সামান্যতম চিন্তা
আমার কাছে থেকে তুমি আবার আশ্বস্ত করে দাও
আমার নিরুপায় বাঁচার ইচ্ছা ও সামর্থ্যকে

রেখে দাও আবার আমার চির চাওয়া হাতের ওপর
তোমার জীবনের কয়েকটি সামান্য অদরকারি মুহূর্ত
যা কখনই পরিতৃপ্ত করতে পারবে না —
তোমার জন্য আমার অমাপ ও অফুরন্ত লোভকে
কিন্তু যা আমাকে অনায়াসে জীবিত ক'রে রাখবে
তোমার জন্য অপেক্ষার একটি ক্ষণ থেকে আরেকটি ক্ষণ পর্যন্ত

Digitized by srujanika@gmail.com

শহরে কারফিউ

চোখে আমার শহরের স্বপ্ন
নৈতিকতা ও আদর্শ আমার সম্বল
আমি যাই নদী পার হয়ে
শৈশবের চলার পথ ধরে
আমার বয়স্ক হবার চৌরাস্তাগুলিতে
মুহূর্তে মুহূর্তে আটকে
আমি ঠিক রাস্তাটি খুঁজে নেই
আমার হাসিখুশির আজন্ম শহরের দিকে

চেনা হাতের লেখার ঠিকানাগুলি
রাস্তা দেখিয়ে দেয়
মনে পড়া মুখগুলি
ডেকে নেয় সামনে থেকে সামনে
বিভিন্ন অনুভবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ
এসে আমার ইন্দ্রিয়গুলি ছুঁয়ে যায়
জানাশোনা আত্মীয়তায়
হঠাৎ আমার চোখের সামনে
দাঁড়ায় এসে আমার স্বপ্নের শহর

রাস্তাঘাট চেনা চেনা
কিন্তু সবই যেন ভিন্ন ও বিষম
সব নিস্তব্ধ ও নষ্টভ্রষ্ট
চারদিক জনমানবশূন্য
ঘরগুলি যেন বিতৃষ্ণাতে
মুখ ভ্যাংচায় রাস্তার ওপর থেকে
দেয়ালে পোস্টারের ভিড়ে
ব্যক্তিসত্তা ধ্বস্তবিধ্বস্ত
ভাঙা প্রাচীর ও দেয়ালের ওপর থেকে
স্তরে স্তরে খসে পড়ে ইট পাথর
এমন সময় আমার দেখা হয়
অপেক্ষমাণ বিড়ম্বনাদের সঙ্গে

Digitized by srujanika@gmail.com

না চাওয়া দৃশ্যগুলি
সদলবলে আসে সামনে
বন্ধ কবাটে প্রতিহত পড়শীর করাঘাত
শুকনো জলের কল থেকে ফিরে আসা তৃষ্ণা
অনাথ ভবিষ্যতে কেঁদে কেঁদে যাওয়া শৈশব
লজ্জায় অশ্রু ঢাকার চেষ্টা করা সতীত্ব
প্রতিদ্বন্দ্বীদের বন্দুকের গুলির মাঝে
নিজেকে বাঁচাতে না পারা নিরীহতা
বলাৎকারে মুহ্যমান আর্তনাদের অবলা আতঙ্ক
গম্বুজের ওপর থেকে খণ্ড খণ্ড ভেঙে পড়া একাত্মতা

আমার খোঁজার দিনটি
অপমানিত হয়ে ফিরে যায়
রাত আসে নিরানন্দ
নিজের লজ্জাবোধের সম্পূর্ণতায়
আমি স্থানু হয়ে দেখি
আমার চারদিকে তাকিয়ে
ছুরির আগায় বিদ্ধ সরলতা—
বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ ধর্ম
রক্তে ডুবুডুবু বিবেক
আগুনে জ্বলে যাওয়া ন্যায়
আমার চোখে স্বপ্ন স্বপ্নে শহর
এবং শহরে কারফিউ

Digitized by srujanika@gmail.com

তুমি এখন

কী করছ তুমি এখন
তোমার বিদেশের বাড়িটিতে বসে বসে
একদৃষ্টে জানালার বাইরে তাকিয়ে
বিনা মাঝির নৌকোর মত
স্বচ্ছন্দে ভেসে যাওয়া দিনটির দিকে
তুমি অপলক চেয়ে থাক
হঠাৎ তোমার চোখের বুদবুদে এসে
ছটফট দুপুরটি ফেটে যায়

তুমি বসে থাক আত্মীয়দের ভিড়ে
তোমার সম্পর্কগুলির দিকে পেছন ফিরে
তোমার অতীতের মুহূর্তগুলির
প্রাচুর্য ও পরিপূর্ণতার ওপর এলিয়ে
বাইরে গাছ পাতা মাটি ও ঘাসের ওপর
ছড়িয়ে পড়ে তোমার চোখের সন্তোষ
দূরের মেঘের অস্থায়ী সীমান্ত থেকে এসে
তোমার পায়ের তলায় খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে
অসময়ের ইন্দ্রধনুর আনত বক্রতা—

আদ্ধেক পড়া বই নিচে রেখে দিয়ে
ঠোঁটে আশ্রয় খুঁজছে এমন শব্দটিকে
তুমি চুপ করিয়ে দাও কিছু সময়ের জন্য
কপালে এসে উড়ে পড়া চুলে
বিনা কারণের অবোধ উদ্বেগগুলিকে
তুমি গুছিয়ে দাও হাতে নিয়ে
ভরপুর ঋতু এসে ছড়িয়ে পড়ে
মুমূর্ষু হয়ে সারা মেঝের এদিক সেদিক

ঝোপ থেকে ঝোপে লাফিয়ে বেড়ানো
ছোট পাখিটির অশান্ত অস্বস্তিতে
তোমার বুকের স্পন্দন ধ্বনিত হতে থাকে
পাতার গহনে মুখ লুকানো
ফুলটির আচম্বিত পাপড়িগুলিতে

Digitized by srujanika@gmail.com

জড়িয়ে থাকে তোমার কোমল কুণ্ঠাগুলি
কার অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে
তুমি যখন পেছনে মুখ ফেরাও
সেটি হয় দেয়ালের আয়নায় আটকে থাকা—
সূর্যাস্তর শেষ অভিমান

আমার খোঁজার অগণিত হাত
আমার চেয়ে থাকার সহস্র চোখ
আমার ইচ্ছার উদগ্র নিবিড়তা
সব তোমার নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিকের
প্রতিটি অণু পরমাণুতে মূর্ত হয়ে
তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রাখে

তুমি তোমার বিদেশের বাড়িতে
যখন একা একা বসে
সম্পূর্ণ উদাসীনতা নিয়ে
বাইরে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে
সৃষ্টির ভারসাম্যকে এইভাবে
অবলীলাক্রমে নষ্টভ্রষ্ট করে চল

Digitized by srujanika@gmail.com

খণ্ডগিরি

কে সম্রাট কোথায় সেনাবাহিনী কত দূরে দুর্গ
কোথায় প্রাসাদ সিংহাসন রঙ্গমঞ্চ অন্তঃপুর
কোন্ তালে হঠাৎ আটকে গেল রাজনর্তকীর পা
ঘোড়া টগবগিয়ে কখন আসবে শত্রুপক্ষের দূত —
রাজপুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ সম্ভাবনা সূচনা করে
প্রস্তর মরুতে কিন্তু কেউ কোথাও থাকে না
সহানুভূতিহীন আকাশ ফিরিয়ে দেয় প্রশ্নদের
ইতিহাস ঘুমিয়ে থাকে নিজের বিড়ম্বনাগুলিতে

গিরিগহ্বরের স্বল্পতায় সাম্রাজ্যের চিহ্নবর্ণ নেই
ভিত্তিচিত্রে নিভে গেল বিজয়োৎসবের উত্তেজনা
ভাঙা পাথর ধ্বনিত করে না নূপুরের অনুরণন
লতা গুল্ম ঘিরে নেয় যুদ্ধশিবিরের স্পর্ধাকে
অনুপ্রাণনের আলোকিত প্রলেপ দিয়ে খোঁজার সময়
সব নিস্তেজ করে দেয় অসুস্থ অক্ষরের অবক্ষয়

মন তবু উচ্চকিত থাকে প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য
খোঁজে গুহার ভেতরে গাছের কোটরে পাথরের নিচে
যুদ্ধঘোষ মন্ত্রধ্বনি নিক্কণের প্রতিশব্দ
জয়যাত্রা সমারোহ মহোৎসবের ঘটা আড়ম্বর
অন্বেষণ আটকে যায় কিছু আর না থাকার অন্ধকারে
বিম্ব ও ধ্বনি ফিরে আসে শূন্য ও নিঃশব্দ হয়ে

কেবলমাত্র নাম জুড়ে রাখে স্বর্গ ও অলকাপুরীকে
গুহার রন্ধ্রে ঢোকে যশ ও খ্যাতি
ভাঙা শিলালিপিতে মুছে যায় প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম
উড়োজাহাজের শব্দ উড়িয়ে নেয় গরিমা ও গৌরব
সম্রাটের স্মৃতি খসে পড়ে কুমারগিরির শীর্ষ থেকে
হাইওয়ের ওপরে পড়ে ভেঙে যায় খণ্ড খণ্ড হয়ে
সন্ধ্যার সূর্য সাধারণ দিনটিকে টেনে নিয়ে চলে যায়
এবড়োখেবড়ো পাথরের নির্লিপ্ততার ওপর দিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

ঠিকানার বই

প্রথম পৃষ্ঠায় অবশ্যম্ভাবী অনামিকা
অতীত থেকে নেমে আসবে জ্যোৎস্নার মত
আমার সম্ভ্রমের জানালার গণ্ডী ডিঙিয়ে
সোজা চলে যাবে আমার বিছানার ঘনিষ্ঠতায়

কোন ঠিকানা শৈশবের সীমান্ত থেকে এসে
একটি প্রজন্মের ইতিবৃত্তকে পায়ে ঠেলে
খেলনাগুলিকে অন্যরকম করে সাজিয়ে রাখবে
আমার স্মরণশক্তির বিপর্যস্ত তাকগুলিতে

কে আবার এসে পৌঁছবে অচেনা মুখ
ও অজানা দেহের পরিচয়পত্র নিয়ে
বইয়ের তাকে এলিয়ে বসবে উপন্যাসের চরিত্রের মত
আমার কিছু মনে থাকবে না অপেক্ষার অবধি ছাড়া
অব্যবস্থিত কাহিনীটিকে জুড়তে চাইলে
মনে পড়বে যে আমি আমার স্বপ্নের অন্বেষাগুলিকে
কোথায় কতকাল পেছনে ফেলে এসেছিলাম

কার নাম ধরে বর্ষা ঢুকে পড়বে ভেতরে
কার ঠিকানা এনে দেবে হাসপাতালের গন্ধ
কার টেলিফোন নম্বর আমাকে ডেকে দেবে
সুদূর বিদেশের বরফাবৃত সকালের ভেতর
কার শহর সহজে ঠোঁটে এনে দেবে
সন্ধ্যা ও কুয়াশায় মিশে যাওয়া
রাস্তার ধারের দোকানের গরম চায়ের স্বাদ

চিত্রিত প্রজাপতির মত এলোমেলো কাগজে
নাম ও ঠিকানার ভেতরে এমনি ভেসে বেড়াবে
সময়ের আঁকা চোখ মুখ বুক দেহ
অভিমান হাসি অশ্রু রাগ রোষ দীর্ঘশ্বাস
শাণিত চাহনি জলন্ত স্পর্শ কম্পিত স্বর
কেউ এসে পৌঁছবে আমার অন্যমনস্ক স্বপ্নের ভেতর

Digitized by srujanika@gmail.com

সময়ের সহজ ক্রমে হুলুস্থুল এনে
কেউ আসবে আমার হৃদপিণ্ডের টিকটিক থেকে
একটি ছোট স্পন্দনকে স্থগিত করে দিয়ে
কেউ ফিরে যাবে তটস্থ বুকের ওপরে
শেষ রাতের এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে
কেউ আবার চলে যাবে দেহের অবক্ষয়ে
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তকে ব্যবচ্ছেদ করে দিয়ে

অন্তিম মুহূর্তে সে আসবে আমার সামনে
যার নাম আমার ঠিকানার বইতে ছিল না
সংস্থা গলি শহর টেলিফোন নম্বর নয়
রক্তমাংসের ভরপুর শরীর নিয়ে পৌঁছবে
অযত্নে উঠিয়ে নেবে আমার ঠিকানার বই
পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে দেবে টুকরো টুকরো করে
নিঃসঙ্কোচে উড়িয়ে দেবে আমার সত্তার জানালার বাইরে
আমার সমগ্র জীবনের পূর্বাপর সঙ্গতিগুলোর সঙ্গে

Digitized by srujanika@gmail.com

খেলনা

কোন্ উপকথার বিস্ময় থেকে বেরিয়ে
দূর ভবিষ্যতের কিছু হাসিখুশি
পথ ভুলে হঠাৎ ভেতরে এল
এপ্রিলের খোলা জানালা দিয়ে
আমাদেরকে আমাদের সময় থেকে বিভক্ত করে দিয়ে
আমাদের চোখে অমরত্বের স্বপ্ন এনে দিল
তাকের ওপরে সাজানো খেলনাটিকে
আমরা এনে শুইয়ে দিলাম রাতের বিছানায়

সকালে খেলনা ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলল
একটি একটি দিনকে নিজের করে নিল
ছোট ছোট হাতে জ্বলজ্বল চোখে
হাসল কাঁদল পাশ ফিরল
বিছানার ওপর উঠে বসে কথা বলল
একদিন দুপুরে আমাদের চমকে দিয়ে
খেলনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল
আবার দেয়ালে ভর না দিয়ে হেঁটে চলল

দেখতে দেখতে খেলনা খেলল দৌড়ল
খেলনা কাঁদল রাগল অভিমান করল
খেলনা আমাদের হাসাল কাঁদাল
খেলনা হাসল নাচল গান গাইল
ফ্রক পরে বই ধরে স্কুলে গেল
শাড়ি পরে কলেজে সিনেমায় গেল
খেলনা নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝল
খেলনা নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াল
আবার একদিন উড়োজাহাজে চড়ে হাত নাড়িয়ে
দূর বিদেশে চলে গেল খেলনা

Digitized by srujanika@gmail.com

খেলনা চিঠি লিখল টেলিফোন করল
আমাদের সান্ত্বনা দিল আশ্বাস দিল
আমাদের বোঝাল আমাদের শাসন করল
দূর থেকেই আমাদের বেঁধে রাখল খেলনা

এবার খেলনা নিজের ঘর তৈরি করল
জানালার বাইরে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখল
রূপকথার হাসিখুশিদের কাছে ডাকল
তাকের ওপর থেকে উঠিয়ে নিল খেলনাটিকে

Digitized by srujanika@gmail.com

ফটোগ্রাফ

তোমাকে বারবার দেখার অগণিত ক্রমে
আমি আরেকবার তোমার মুখের দিকে তাকাই
কিন্তু তোমার চোখ আমার চেয়ে থাকাকে ডিঙিয়ে
চলে যায় কোনো অন্য সময়ের আকাশে
নতুন রূপে জন্ম নেওয়া স্মৃতিপুঞ্জের দিকে

তোমার দেহভঙ্গি তোমার পরিবেশে জড়ীভূত
তোমার চারপাশের গাছ লতা চরাচর সব নিষ্পন্দ
তোমার হাতে ধরা চায়ের কাপে কোনো বিক্ষোভ নেই
আমার সমস্ত জিজ্ঞাসা কিন্তু ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে
তোমার দেহের দিগদিগন্তে থাকা স্থির বিদ্যুতে

আমি তোমার মুখ থেকে আমার সব অজ্ঞতার সমাধান খুঁজি
কোন্ আলোড়নের অস্বস্তি তোমার কেশের স্ফুলিঙ্গে
কী বলতে চায় তোমার চোখের সূচীভেদ্য মৌনতা
কার অপেক্ষায় তোমার কপালে সিন্দুর বিন্দুর ধৈর্য
কে দেয় তোমার ঠোঁটে হাসির অপরিস্ফুট সকাল
তোমার কপোলে অসময়ের রোদের কোন্ লুকোচুরি
তোমার শাড়িতে কেমন অনায়াস স্বপ্নের ফুলগুলি

কিছুই বলে না তোমার চিত্র প্রতিমার মুখ
কেবল আমার অদৃষ্ট বদলে বদলে যায়
তোমার মুখে ভাসমান রঙের ছায়াছবিতে
তোমার দেহের নতোন্নত নেতিতে ধাক্কা খেয়ে
আমার অভাবগুলি আবার আমার কাছে ফিরে আসে
তোমার হাতের চায়ের কাপ ঠোঁটের নিচে অবিচলিত থাকে
আমাকে কিন্তু ঝড় এসে বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায়
বারবার আহত করা পুরনো প্রশ্নের মত

আর আমার সাহস হয় না চেয়ে দেখার
সময়ের ক্ষমা করে দেওয়া তোমার দেহসৌষ্ঠবকে
সন্তর্পণে তোমাকে নিয়ে আমি রেখে দেই বুকের ভেতর
তুমি যেন বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে আমার কাছ থেকে আর
এমন সব প্রশ্নের আশু উত্তর চাইবে না
যা তুমি আমাকে কোনোদিনও জিজ্ঞেস করোনি

Digitized by srujanika@gmail.com

শাস্তিবিধান

সবকিছু আমার শিরোধার্য ছিল
আমার প্রত্যেকটি পাপের জন্য
তুমি যা যা কর্মফল
পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিলে

আমাদের পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই
তোমাকে না জানার অন্ধকারে
আমি যখন শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছিলাম
অপসৃয়মাণ ইচ্ছাগুলির ওপরে
তোমাকে খোঁজার ছটফট পা
যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল
তুমি আমার একনিষ্ঠতার অভাবের
দয়ামায়াহীন শাস্তি দিয়েছিলে
আমাকে তোমার কাছে অজানা করে রাখার

এই সময়টি আমার জন্য ছিল
দূর থেকে তোমার চোখের কষ্টিপাথরে তাকিয়ে
বুকের প্রতিটি স্পন্দনে প্রতিধ্বনিত
তোমার নির্ণয়ের অধৈর্য অপেক্ষায়
ভয় ও প্রত্যাশার উৎপীড়ন

যখন আমাদের দেখা হোল
আমার জন্য যা রাস্তার শেষ
তোমার জন্য তা ছিল বৈচিত্র্যহীন
আমার স্মরণাতীত পূর্বকৃতিগুলির
তুমি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে দিলে
তোমার নিজের বন্ধ পিঞ্জরের ভেতরে
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকার

Digitized by srujanika@gmail.com

চিঠি আসে না

কেউই মনে করে না
আর চিঠি আসে না
শূন্য ঘরের সব ঔদাস্যকে
আমি হাতে নিয়ে জমা করতে থাকি
জানালার বাইরে ফেলে দেবার জন্য
দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে
অমূর্ত চিত্রের রেখাঙ্কনের মত

চিঠি আসে না
বাতাস কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়
প্রতিবিম্ব ফিরে যায় নিঃস্বন কোটরে
পৃষ্ঠার ওপরে অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে যায়
ফটোগ্রাফের মুখ চোখ বন্ধ করে দেয়
ডাকওয়ালা পথ ভেঙে চলে যায়

হাত বাড়ালে সামনে নিঃশব্দ
করতলে তরল হয়ে জমে মৌনতা
খালি রাস্তায় কাউকে না দেখে
চোখের অদম্য আগ্রহ ফিরে আসে
আমার চাওয়ার আতিশয্যের ভেতরে

দীর্ঘনিঃশ্বাসের শুকনো গাছের ওপরে
কাক উড়ে এসে চুপচাপ বসে
ভুল বোঝাবুঝির কালো চিহ্নর মত
বার্তাবিহীন শুকনো পাতাটি
নিচে খসে পড়ে অন্যমনস্ক হয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

আমার উৎকণ্ঠা মনে পড়িয়ে দেয়
করাটে মৃদু আঘাত করা ঘনিষ্ঠতা
টেলিফোনে অনুরণিত সৌহার্দ্য
জানালায় উঁকি দেওয়া আত্মীয়তা
আমি আত্মস্থ হয়ে স্বীকার করে নেই
সব আমার বোধশক্তির বিভ্রম
এবং আজও চিঠি আসবে না
তথাপি আমি অদৃশ্য হয়ে বসে থাকি
নিজের পরমায়ুর নিঝুম অন্ধকারে
পুড়ে যাওয়া ডানাকে মেলে ধরে
মৃত্যুর আলোর চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া
জিবিষার একাগ্রতা নিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

মালিনি

কাউকে মানে না মানিনী
না রাত না বয়স
না দুঃখ না স্বপ্ন
না বুকের তলায় ছটফট করা নিজের মনকে

কাউকে কিছু বলে না মানিনী
চুপচাপ থাকে নিজের ভেতরে নিজে
কখনও ইচ্ছে হ'লে মেলে ধরে নিজেকে
দু'লাইন কবিতার চিঠি লিখে দিয়ে

মানিনী মেপেচুপে দেয় দুবার সাক্ষাৎ
ছ'টি চিঠি ও টেলিফোনে দশবার সৌজন্য
মানিনী হঠাৎ উঠে যায় কিছু না বলে
দিন মাস বছর কোথায় হারিয়ে যায় মানিনী

কারো মন কখনও বোঝে না মানিনী
সবাইকে অজানা অচেনা না শোনা করে দেয়
কাউকে মনে করে না মানিনী
মানিনী নিয়ে যায় সবার অজান্তে
চোখ থেকে ঘুম প্রাণ থেকে মায়া
আঘাত থেকে বেদনা এবং মৃত্যু থেকে ভয়কে
মানিনীকে সারাক্ষণ মনে পড়ে
রাত বয়স দুঃখ ও স্বপ্নতে—

Digitized by srujanika@gmail.com

কবিতার দেশ

কবিতার প্রথম লাইনটি তেমনি কষ্টসাধ্য
যতখানি প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া

কবিতার দেশের ভেতরে ঢুকতে হয়
মন স্থির করে জীবন মরণের পণ নিয়ে
প্রস্তুতি পর্বের প্রথম পা ফেলতে হয়
চারপাশের প্রবেশ নিষেধের ফলকটি ভেঙে

তারপরে কিন্তু হারিয়ে যায় পথ ও সঙ্কল্প
দ্বীপান্তরে নির্বাসিত অভিপ্রায়ের মত
যাবজ্জীবন ঘুরে মরে ভবঘুরে মন
রাস্তা অরাস্তার কাঁটালতায় কেটে ছিঁড়ে
শব্দ ও সম্পর্ককে জুড়ে রাখার সাধন খুঁজে

কবিতায় সবকিছু সম্ভব ও সাধ্য মনে হয়
প্রেমের সর্বশক্তিমান সম্ভাবনাদের মত
আরব্য রজনীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য যেমন
কলমের আগা থেকে বেরিয়ে আদেশ চাইবে

বর্ণমালার সহচর থেকে দুর্লভ শব্দদের এনে
অর্থ বিন্যাসে পঙ্‌ক্তিক্রমে সাজিয়ে দেবার
ইচ্ছার একাগ্রতা সেখানে এনে দেবে ধার্মিক ব্যঞ্জনা
ছিঁড়ে দেওয়া পুরনো চিঠির বাক্যাংশগুলি
চোখ ঠোঁট মুখ হয়ে স্বীকারের সম্মতি জানাবে
ভাব ও ভাবনার ছন্দগুলি মৃত্যুকে লঙ্ঘন করবে
প্রেম অপ্রেমের ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে

ঠিক কবিতার দেশের মত প্রেমের পরিসর
উদ্বেগে ভরে যেতে থাকে বয়সের খালি পৃষ্ঠাগুলি
উপসংহারের দিকে আকর্ষিত হয় কবি ও প্রেমিক
উপযুক্ত শেষ কথাটি খুঁজে না পাবার
আজীবন অস্থিরতা অস্বস্তি ও হা-হুতাশ নিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

ফিরে যাবার সময়

জানালা খুলে দিলে আয়াসলব্ধ একান্তগুলি
অবলীলাক্রমে বাইরে উড়ে চলে যাবে
নির্বাচিত করে দেওয়া ইতিবৃত্তরা ফিরে এসে
আমাদের সংক্রমিত করে দেবে নিত্যনৈমিত্তিক নগণ্যতাতে

এবার নিজেকে আবার স্বাভাবিক করে দেবার সময়
বিছানায় সাজিয়ে দেওয়া স্বপ্নকে আলাদা রেখে
আমরা ভুলে যাব বুকের ওপর হাতের ভার
গালের ওপরে দ্রুত নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া
ঠোঁটে এ পর্যন্ত আটকে থাকা উৎকণ্ঠা
ও অণনিঃশ্বাসী অঙ্গীকারের উন্মনতাকে

এবার তোমার রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্তি দিয়ে দাও
প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দাও উচ্ছৃঙ্খল কথার ওপরে
পোশাক পরিপাটি করে তার থেকে তুলে দাও
অঙ্গাঙ্গী সান্নিধ্যের অন্তরঙ্গ কুঞ্চনগুলিকে
দর্পণের ওপর থেকে বিন্দুটি তুলে নিয়ে কপালে লাগাও
রঙ দিয়ে তুলে ফেল ঠোঁটের স্পর্শ অকাতরতাকে
দীর্ঘশ্বাসে মুছে দাও চোখ মুখ দেহ থেকে
পরিপ্লুত সন্তোষের আর্দ্র উদ্বৃত্তকে

মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের অদৃশ্য উত্তরণে
দেহ থেকে খুলে অতীতকে ফিরিয়ে দাও
চোখের অপলক আগ্রহ
কর্ণকুহরের গভীর প্রত্যাশা
ইন্দ্রিয় অবয়বের শ্বাসরুদ্ধ একাগ্রতা
প্রতি লোমকূপের প্রতিটি স্বতন্ত্র শিহরন—

Digitized by srujanika@gmail.com

শেষবারের মত দেখে নাও সব আগের মতন
পেছনে রয়ে যায়নি কোনও পরিচয়
স্মৃতি ছাড়া নেই আর কোনো স্মারক
অন্যদের চোখ দিয়ে পরখ করে নাও নিজেকে
নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বচ্ছন্দ সহজ ও সাধারণ
মুখের ওপরে প্রাত্যহিকতার স্বকীয় রূপরেখা
সব যে যার জায়গায় স্বায়ত্ত ও সমন্বিত

নিজের কর্তব্যবোধে হঠাৎ সচেতন হয়ে
ঘড়ি আবার ঠিক ঠিক সতর্কবাণী শোনায়
এবার যেতে হবে পূর্ব নির্ধারিত রাস্তার ওপরে
ফিরে যাবার বেলার অস্থির ও বিমর্ষ পায়ে
অমরত্বকে ক্ষণের জন্য ছুঁয়ে আসার দম্ভ নিয়ে

Digitized by srujanika@gmail.com

কাগজের নৌকো

কেবল রূপকথায় সম্ভব হয়
এমন অসময় বর্ষা
সজল আঁধার এসে আকাশকে বেঁধে দেয়
ঘনঘোর আশ্লেষে
অঝোরে বৃষ্টি ঝরে টুপুর টুপুর করে
শৈশবের ফুলবাগানে
আনন্দের প্রাচুর্য বয়ে যায়
রিমঝিম রিমঝিম অবিরল ধারায়
কাগজের হাসিখুশি মুখটি
তার ওপরে ভেসে যায় অবলীলাক্রমে
অকারণ সুখস্মৃতিতে
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নকে আলোকিত করে

মেঘ ভেঙে পড়ে ঢেউ উথলে ওঠে
কাগজের নৌকো সাঁতার কাটে
চেতনার আলোছায়ায় দোল খেয়ে
মনের জোয়ারভাঁটা দিয়ে
দৃষ্টির সীমান্ত পেরিয়ে
গিয়ে ছোঁয় অন্তর্লীন প্রবালদ্বীপকে
অপেক্ষার চোখ জাগ্রত থাকে
স্রোতের দিকে তাকিয়ে
আগামী সুখের দিনগুলিকে
তার সাথে ফিরিয়ে আনার আশাতে

কেউ কেউ আবার অদেখা অজানা করে দেয়
নবজাতকের দুঃসাহস
সবাই নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে না
রূপকথার রত্নাকরের ভেতরে
সবার ঠোঁটে সহজে আসে না
স্বাগত সম্ভাষণের পদাবলী
সবাইকে ছোঁয় না বর্ষার অযুত অঙ্গুলি
এবং স্রোতের অমাপ আত্মীয়তা

Digitized by srujanika@gmail.com

উত্তাপ থাকে না সবার ইচ্ছায়
থাকে না সবার আগ্রহে ডানা
সকলের বুকের ভেতর
সঙ্গীতের হিল্লোল আনে না হিমেল হাওয়া

জলের ধারা জুড়ে দেয়
বয়স থেকে বয়সকে ঋতু থেকে ঋতুকে
পরলোক ফিরিয়ে দেয়
অবশিষ্ট আয়ু নৈরাশ্য ও স্থিতাবস্থা
আদি অন্ত খুঁজে পায় না চোখ
বোঝে না আকারগুলিকে
হারিয়ে যাওয়া স্মারকগুলিকে
ঢেউ এনে অবজ্ঞায় কূলে ছুঁড়ে দেয়
আকাশের দুরূহতাকে চিরে
প্রশ্নবাচক মুখগুলি নিচের দিকে তাকায়
রাখাল বালক গরুর পাল নিয়ে
চলে যায় গোধূলির অপর প্রান্তে

ইহ ও পরকালের উভয় সঙ্কটে
সন্ত্রস্ত থাকে স্থিতপ্রজ্ঞ
দুই হাতে কার্যকারণ
ও যৌক্তিকতার প্রমাণপত্র ধ'রে
জীবনের জটিল তর্কে ডুবুডুবু হতে থাকে
তার ছায়াচ্ছন্ন দিনটির প্রতিটি সতর্ক ক্ষণ

মুহূর্তগুলির সব রঙ ভেসে যায়
পরিসমাপ্তির সাঙ্কেতিক চিত্রগুলির দিকে
সে তাকিয়ে থাকে হতবাক হয়ে
মৃত্যুকে বিস্মিত করে ভেসে যাওয়া বুদবুদের দিকে
তার হাতে ধরা কাগজটি কিন্তু
নৌকোর আকার নেয় না

Digitized by srujanika@gmail.com

সাঁঝের আঁধার

আর কেউ নেই এখানে
আর কিছুও নেই
ইতিবৃত্তরা বাসা ভেঙে
উড়ে গেল কবেই —
কেবল খালি ঘর খোলা জানালা
ও আমার তৃষ্ণাতুর আঁখি
এবং ভয় ইচ্ছা ঈর্ষা যন্ত্রণা অন্ধকারের
রঙগুলিতে অমূর্ত হয়ে যাওয়া
তোমার অনশ্বর মুখের আলেখ্য

তোমার মুখটি ঘিরে থাকা
প্রভামণ্ডলের অপর পার্শ্বে
শাখাপ্রশাখার হাত বাড়িয়ে
রাত্রি খোঁজে নিজের সঘনতাকে
গাছপাতা থেকে মর্মর টেনে নিয়ে
মন্ত্রমুগ্ধ থাকে বায়ুমণ্ডল
মুষ্টিমেয় তারা ছটফট করে
নিজের নিজের বিবিক্ততা নিয়ে

তোমার অঙ্গভঙ্গিতে
আকাশ নুয়ে আসে প্রাচীন ভক্তিতে
তোমার দেহের গন্ধ সম্মোহিত করে দেয়
দেবলোকের দিক্‌বিদিক
তোমার নিঃশ্বাস গিয়ে উচ্চারিত হয়
সন্ধ্যার সহস্র নামে

মুখোমুখি বসে থাকার সময়
আঁধারের নিরুক্তির মাঝে
অতীত বয়ে যায় আবহমান নদীর মত
দুঃখের বশবর্তী হয়ে
সেখানে উজান কাটে নিঃশব্দ
তার হাল্কা ঢেউ এসে

Digitized by srujanika@gmail.com

ছুঁয়ে যায় দুই কূল ছাপিয়ে
বিভক্ত হৃদয়ের সীমান্তগুলিকে
আর্দ্র মনের ভারে সিক্ত করে দিয়ে
চোখ ফিরে আসে জানালার অন্ধকার থেকে
গৃহের নিভৃতে
ধ্যানধারণা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়
সঙ্কীর্ণ বলয়ের মাঝে
যেখানে আর সময়ের সঞ্চার নেই
নদীর নিরন্তর নেই
হাতের নাগালে সকলে
নিজে নিজের আরও কাছে

অল্প অন্ধকারের সাম্প্রতা
ও সীমাবদ্ধ পরিসর দিয়ে
যা কিছু দেখা যায় বোঝা যায়
কেবল ইচ্ছার দীপ্তিতে
যেমন তোমার চাইতে থাকা মুখ
যেমন আমার খুঁজতে থাকা চোখ

Digitized by srujanika@gmail.com

অসত্য শহর

সকালে ঘুম ভেঙে যায়
গাড়ি মোটরের কিচিরমিচির
ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে
সামনে তাকালে দেখা যায়
মরুভূমিতে নষ্ট ক্ষেতের মত শহর
অজানা দিগ্‌বলয়ে রাস্তা ভুল করে
চোখ ফিরে আসে হাতের নাগালে
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায়
অধৈর্য হাম্বারবের মত
বাইরে বেরোতে বাধ্য করে দেয়
সাইরেনের আরতি ঘণ্টা

নানা ধান্দার পাঁচমিশেলিতে
মাঝ রাতের ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মত
আনমনা হয়ে সারা দিনটি কেটে যায়
ক্লান্ত হয়ে ছায়া নেমে আসা বেলায়
ফিরে যাবার রাস্তায় নেমে এলে
ঘরমুখো পা চঞ্চল হয়ে ওঠে

গলি রাস্তার কাঁটা ঝোপে
অসংখ্য মোটর গাড়ির গোষ্ঠ দিয়ে
সাঁঝের আঁধার চলে যায় ধুলো উড়িয়ে
ন্যাড়া বাতিখুঁটির ওপরে
ছেলেবেলার জোনাকি পোকারা
মিটিমিটি জ্বলে
রাস্তার পাশের কলের ধারে
দাঁড়িয়ে চোখ বুজে নিলে
নদীর কুলুকুলু শোনা যায়

Digitized by srujanika@gmail.com

শূন্য ঘরের ভেতর এখন
বিজলি বাতিটি ধপধপ করে নিভে যায়
অন্ধকার এসে জাপটে ধরে
দমবন্ধ করে দেয় দেহ্ মনকে
আধভোলা ঘুমপাড়ানি গান
চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেয়
ভাতঘুমের জাদুদণ্ড
পক্ষীরাজে বসিয়ে এনে দেয়
কবেকার কত এলোমেলো কথা
বুকের অলিগলিতে শিহ্রন আনে
শুধু পারে না আনতে
লজ্জা লজ্জা মুখের অভিমান
আর অবুঝ বায়নার কান্না
রাতের ছটফট করা একাকীত্বকে
উজ্জ্বল আলোয় উচ্ছ্বসিত করে দিতে

Digitized by srujanika@gmail.com

গেস্ট হাউস

স্যুটকেস গোছানো হোল
বিলও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে
ভুলে কিছু রয়ে গেল কিনা
তার শেষ অঙ্ক কষাও সারা
এখন কেবল ট্যাক্সির অপেক্ষা
এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেবনিকেশে
মুহূর্ত থেকে আরও একটি মুহূর্ত

তিনদিনের সাময়িক ঘরসংসার
এমনি করে ভেঙে দেবার সময়
চোখ কেবল এখন দেখছে
বাইরের লোকের নির্লিপ্ততা দিয়ে
কুঠুরির রুক্ষ ইতরতাকে
দেয়াল থেকে খসে পড়া পলেস্তারা
ছাদ থেকে ঝুলে থাকা মাকড়সার জাল
চৌকির হাতের ওপর ধুলোর পরত
আয়নার কাচে ছিটে দাগ
রংচটা টেবিল ক্লথের ভ্রূকুঞ্চন
এবং জানালার নোংরা কাচ দিয়ে
ভিতরে ঢুকে আসা সূর্যকিরণ
যা এ সব কিছুর সঙ্গে
আলোকসম্পাত করে যাচ্ছে
জীবন দর্শনের তুচ্ছতার ওপর

স্যুটকেস ও পকেটের ভেতরে
যে যার জায়গায় সুরক্ষিত থাকে
তবু কিছু হারিয়ে যাওয়ার ভ্রম হয়
মনে হয় যেন নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে
বসে থাকার সময়টুকু
এবং হঠাৎ উঠে চলে যেতে পারলে
জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য
অচিরে সাধিত হতে পারবে

Digitized by srujanika@gmail.com

শূন্য কুঠুরির দিনকাল কিন্তু
চকিতে উড়িয়ে নেয় এমন চিন্তাকে
মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ হাসিতে

চোখ এবার ফিরে আসে
নিজস্ব স্মারকগুলির দিকে
ছিন্নভিন্ন পুরনো খবরের কাগজ
ছেঁড়া লেফাফা ওষুধের চকমকে খোল
খালি বোতল আধ গ্লাস জল
সর পড়ে যাওয়া চায়ের কাপ
ছাইদান থেকে উপচে পড়া ছাই
ঘুমের ঘোরে খাট থেকে খসে পড়া
পাঁচমিশেলি স্বপ্নের রকমারি

ট্যাক্সির ডাক শোনার জন্য
উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকার সময়
চোখ সব কিছু দেখে নেয় বুঝে নেয়
নতুন অতিথি এসে পৌঁছবার আগে
চৌকি টেবিল ঠিক জায়গায় থাকবে
বিছানার ওপর পরিষ্কার চাদর
জলভরা বোতল
জানালা থেকে রোদ নেমে আসবে
চৌকিদার মেঝে ঝাড়ু দিয়ে
ঘরের বাইরে ফেলে দেবে
ধুলো ছেঁড়া কাগজ সিগারেটের টুকরোর সঙ্গে
জীবনের তিনটি অদরকারি দিনকে

Digitized by srujanika@gmail.com

সম্ভাবনা

কোনো কিছুই সুদূরপরাহত নয়
সবই সম্ভবপর সবই ঘটতে পারে
যদিও কারুরই জানা নেই
কখন বেরিয়ে আসবে বইয়ের ভেতর থেকে
মহাকাব্যের নাটকীয় মুহূর্তটি
পেটের ভেতরে চিহ্নিত অঙ্গুরীয় থাকা মাছ
নিজে থেকে এসে ধরা দেবে হাতে
বিনা ঠিকানার চিঠি খসে পড়বে
ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসা
ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর হাতের পাতায়
ফাঁসির আসামীর চোখের আলো
জহ্লাদের হাতের কুঠারে লেগে
উদ্ভাসিত করে দিয়ে যাবে
বিচারকের মুখের ক্ষমাপত্রকে

আধা লেখা কাগজের ওপর থেকে
চোখ উঠিয়ে দেখার সময়
সামনে এসে দাঁড়াবে
বুক ভরা দুঃসাহস নিয়ে
দেহকে প্রহেলিকায় ঢেকে
ঠোঁটে অভিমান চোখে বিস্ময়
মনস্কামনা দিয়ে কেশ সাজিয়ে
অনেকদিন আগে ট্রেনে দেখা হওয়া
সেই ভুলে যাওয়া মেয়েটি
পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে
বই থেকে চোখ তুলে
মুখের ওপরে খেলে যাওয়া ছায়ার ভেতর থেকে
যে অনায়াসে বলেছিল
আবার কখনও দেখা হয়ে যাবে

Digitized by srujanika@gmail.com

জন্ম ১৯৩৬, উড়িষ্যা।
উৎকল এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে
পড়াশুনা।
কবি, নাট্যকার এবং গল্পলেখক।
উড়িয়া ভাষায় ১০টি কাব্যগ্রন্থ, ৫টি নাটক,
৭টি ছোটগল্প সংকলন, একটি ঐতিহাসিক
উপন্যাস এবং ছোটদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত।
ইংরেজি এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়
অনূদিত। উল্লেখযোগ্য—ফার্স্ট পার্সন—
কাব্যগ্রন্থ,
বিফোর দা সানসেট—নাটক।
আর্ট হিস্ট্রি-তে পি এইচ ডি।
উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক লেখা—পুরী
পেইনটিংস পাম লিফ মিনিএচার্স।
ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া (ইউ. এস. এ ও
ফ্রান্স) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফিল্ম
ফেস্টিভ্যাল, চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি,
ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, পোয়েট্রি
সোসাইটি ইত্যাদি-তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন
গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন।

Digitized by srujanika@gmail.com